কালের কণ্ঠ

তারিখ 09 JAN 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে মামলার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঠেকাতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে স্থানীয় থানায় মামলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বৈঠক শেষে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সভাপতিত্ব করেন।

নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার চার দিনের মাথায় মামলা দায়েরের নির্দেশ দেওয়া হলো। ৫ জানুয়ারির নির্বাচনকে সামনে রেখে গত ৩ ও ৪ জানুয়ারি নির্বাচনবিরোধীরা সারা দেশে নির্বাচনকেন্দ্র ছিল এমন ৫৩১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দেয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দেওয়ার জন্য নির্বাচনবিরোধী বিএনপি ও জামায়াত-শিবিরকে দায়ী করে শিক্ষামন্ত্রী অভিযোগ করেন, বিএনপির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবিরের বর্বরোচিত ও নজিরবিহীন হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওই সব প্রতিষ্ঠান।

১৩ জানুয়ারির মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও করণীয় সম্পর্কে প্রস্তাব পাঠানোর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান, পরিচালনা কমিটি ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের আগেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এবার আগুন দেওয়ার জন্য দায়ী সন্দেহভাজন দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় মামলা করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

নিজ স্কুলে আগুন দেওয়া শিক্ষক বহিষ্কার : অর্থের লোভে নিজ স্কুলে আগুন দেওয়ার অভিযোগে আটক বগুড়ার শাজাহানপুরের সুজাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল মান্নানকে বরখাস্ত এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গতকাল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

স্কুল পোড়ানোয় উদ্বেগ : নির্বাচনী সহিংসতায় বিদ্যালয় পোড়ানো ও ধ্বংসের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমার অধিকার ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন শিরাজুল দাহার খান গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, 'ভোট বা নির্বাচন এক দিনের জন্য, কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমাদের নিরলস শ্রম-ঘামের ফসল। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোতে যারা সহিংস হামলা চালিয়েছে তাদের অবশ্যই দ্রুত আইনের আওতায় আনতে হবে।'